হিজরত
থেকে
খিলাফাহ
দাবিক ১ হতে
সংকলিত, অনুবাদিত ও পরিমার্জিত
FURAT

এই শতকে জিহাদের পুনরাবির্ভাবের সময় থেকেই মুজাহিদিনদের অন্তর খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

এটা এমন এক আশা যা অর্জনের বিষয়ে মুজাহিদগণ সবসময় সুনিশ্চিত ছিলেন, কারণ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে এই বিষয়ে ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ যতদিন চান নবুয়্যাত থাকবে, অতঃপর তিনি যখন চান তা সরিয়ে দিবেন।

হিজরত থেকে খিলাফাহ

তারপর থাকবে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ এবং আল্লাহ যতদিন চান তা থাকবে, অতঃপর তিনি যখন চান তা সরিয়ে দিবেন। তারপর আসবে কঠোর রাজতন্ত্র এবং যতদিন আল্লাহ চান তা থাকবে, অতঃপর তিনি যখন চান তা সরিয়ে দিবেন। তারপর আসবে অত্যাচারী শাসক এবং যতদিন আল্লাহ চান তা থাকবে, অতঃপর তিনি যখন চান তা সরিয়ে দিবেন। তারপর আসবে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ” [আহমেদ]।

আরও বর্ণিত আছে যে, আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “প্রথমে থাকবে নবুয়্যাত এবং রহমত, তারপর খিলাফাহ এবং রহমত, তারপর কঠোর রাজতন্ত্র, তারপর অত্যাচারী শাসক, তারপর তাওয়াগ্বিত”। [আস-সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল-ফিতান-আবু আমর আদ-দানি]

তবে কিছু মুজাহিদিনদের মাঝে যেই প্রশ্নটা জেগেছিল তা হল, কিভাবে তাঁরা তাঁদের এই লক্ষ্য অর্জন করবেন।

আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় অনেক মুহাজিরিন আজ শামে চলমান যুদ্ধের মতই এক যুদ্ধে নিজেদেরকে লিপ্ত দেখলেন। বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা দলগুলো এক অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, এমন সকল বিষয় অবজ্ঞা করে যা তাদেরকে (একে অপর থেকে) পৃথক করে দেয়, সেই সকল বিষয়গুলোও যা কিনা খিলাফাহ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। এমন একটি পার্থক্যকারী বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ, যা আফগানিস্তানে অনেক দল এবং পতাকার মাঝে বিদ্যমান ছিল, তা ছাড়াও আরও ছিল এমন গুরুতর বিদআত যা খিলাফাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপযুক্ত আক্বীদা এবং সুস্থ দেহের মুসলিম জামা'আতকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

তবুও আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লাহ) এই জিহাদে বরকত দান করেন এবং সে জিহাদের অনেক নেতা এবং সৈন্য ভবিষ্যতের জন্য সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করলেন যার উপর দিয়ে জিহাদ পার হল প্রতীক্ষিত খিলাফাহ'র দিকে। সেই সেতু সমূহ হতে একজন সেতু ছিলেন, মুজাদ্দিদ আবু মুস'আব আয যারকাওয়ি (রাহিমাহুল্লাহ)।

আফগানিস্তান এবং অন্যান্য জায়গা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি অনুধাবন করলেন যে, এমন এক জামা'য়াত ছাড়া খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, যা হবে সালাফদের পন্থা অনুসরণ করত কিতাব এবং সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা মুরজিয়া ও খাওয়ারিজদের বাড়া-বাড়ি হতে মুক্ত।

এই জামায়াতের মূল লক্ষ্য হবে তাওহীদকে পুনরুজ্জীবিত করা, বিশেষ করে সেই সব বিষয় যা আমাদের সময়ের “ইসলামি” দলগুলো পরিত্যাগ করেছে, ঐসব বিষয় যা আল-ওয়ালা' ওয়াল-বারা', হুকুম (বিচার) এবং তাশরি' (আইন প্রয়োগ) এর সাথে সম্পর্কিত।

এই জামায়াতটি আল্লাহর আদেশ - {এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই জন্য হয়।}[আল-আনফালঃ ৩৯]- বাস্তবায়ন করত জিহাদের মত ফরযিয়াতের অনুশীলন করবেন, যা কিনা এতদিন অনুপস্থিত ছিলো।

তাদের জিহাদের ভিত্তি হবে হিজরাহ, বাই'আহ, শ্রবণ করা, আনুগত্য এবং প্রস্তুতি, অতঃপর তা ধাবিত হবে রিবাত ও ক্বিতালের দিকে এবং শেষে খিলাফাহ অথবা শাহাদাহ।

হিজরাহ জিহাদের জন্য এক অন্তর্নিহিত স্তম্ভের মতো, বিশেষ করে দারুল-ইসলাম বিহীন এক যুগে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

মুজাহিদিনগণ জামা'আতুত-তাওহীদ ওয়াল জিহাদের পতাকা প্রদর্শন করছেন

সাল্লাম) বলেন,

"হিজরাহ বন্ধ হবে না যতক্ষণ জিহাদ থাকবে"[আহমাদ]। অপর বর্ণনায়, তিনি বলেন, "হিজরাহ বন্ধ হবে না যতক্ষণ কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে।"। [আন-নাসা'ই]

কেননা পৃথিবীতে মুজাহিদিনদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল বাঁকি ছিল না, হিজরতের জন্য শ্রেষ্ঠ ভূমি হবে এমন যেখানে, তাঁরা কোন শক্তিশালী পুলিশী রাষ্ট্রের হুমকি ছাড়াই কাজ করতে পারবেন। আবু মুস'আব (রাহিমাহুল্লাহ) এর ক্ষেত্রে, তিনি আফগানিস্তান এর পরে জামা'আত আত-তাওহীদ ওয়াল-জিহাদ গঠনের লক্ষ্যে একটা ঘাঁটি হিসেবে কুর্দিস্তানকে বেছে নেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন এমন অসংখ্য ভূমি আছে যা জিহাদের জন্য সহায়ক, যেমন ইয়েমেন, মালী, সোমালিয়া, সিনাই উপদ্বীপ, ওয়াযিরিস্তান, লিবিয়া, চেচনিয়া এবং নাইজেরিয়া এবং এর সাথে সাথে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনের কিছু অংশ।

শায়খ আবু মুস'আব (রাহিমাহুল্লাহ) কোন দ্বিধা ছাড়াই খিলাফাহ'র লক্ষ্য অর্জন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল এবং দরকারি কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেন।

শায়খ আবু মুস'আব (রাহিমাহুল্লাহ)

সংক্ষেপে, তিনি সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন যতখানি সম্ভব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার, (শরীয়াহ দ্বারা অনুমোদিত উপায়ে), এমন আক্রমণ দ্বারা, যাকে মাঝে মধ্যে বলা হয় "নিকায়াহ"(আঘাত) আক্রমণ, যার লক্ষ্য হল শত্রুর মৃত্যু, আঘাত এবং ক্ষয় ক্ষতি সাধন করা।

বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে, তাঁর লক্ষ্য ছিল কোন তাগুত সরকার যেন ঐসকল তাগুতের মত এমন এক স্থিতিশীল পর্যায়ে না যেতে পারে, যারা যুগ যুগ ধরে মুসলিম ভূমি স্থিতিশীল অবস্থায় শাসন করে আসছে।

এমন স্থিতিশীল অবস্থা, যেখানে শক্তিশালী গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থার মাধ্যমে তা তাওয়াগ্বিত সরকারকে সুযোগ করে দিবে যেকোন ইসলামি আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে, যা কেবল মাথা চাড়া দিয়েছে এবং ফিস ফিস করে আক্বীদার বা মতবাদের কথা বলা শুরু করেছে।

সর্বোচ্চ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে, শায়খ মুজাহিদিনদের অস্ত্রাগারের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ব্যবহারের গুরুত্ব দিয়েছেন- গাড়ী বোমা, আই.ই.ডি এবং ইস্তিশহাদিয়্যিন (ফিদায়ী হামলা)।

তিনি একদিনে, ডজন খানেক এলাকায় কয়েক বার নিকায়াহ অভিযান পরিচালনার আদেশ দিতেন, যেখানে মাঝে মধ্যে পুলিশ এবং রাফিদাদের থেকে কয়েক শতাধিক মুরতাদ নিহত হত।

এ ছাড়াও, তিনি চেষ্টা করেছেন ইরাকে অবস্থিত প্রতিটি মুরতাদ দলকে আহলুস-সুন্নাহ'র সাথে পুরোপুরি যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য। এজন্য তিনি ইরাকি মুরতাদ বাহিনীগুলো (আর্মি, পুলিশ এবং গোয়েন্দা), রাফিদাহ (শিয়া বাজার, মন্দির এবং সেনাদল) এবং ধর্মনিরপেক্ষ কুর্দিদের (বিভাজন দলীয় বারজানী এবং তালাবানি) উপর আক্রমণ চালাতেন।

উনার "হাযা বায়ানুল্লিন-নাসি ওয়া লি ইয়ুনদারু বিহ" (এইটা মানুষের জন্য একটা ঘোষণা যেন তারা সতর্ক হয়) নামক বক্তব্যে তিনি এমন যেকোন সুন্নি গোত্র, দল কিংবা পরিষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন যারা ক্রুসেডারদের সমর্থন করবে।

তারপর যখন তথাকথিত "ইসলামিরা" স্পষ্ট বড় শিরক উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে, তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে তার "ওয়ালি তাস্তাবিনা সাবিলুল-মুজরিমিন" (এবং এইভাবে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়েছে) নামক বক্তব্যে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এভাবে, এসকল পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বাধিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং সকল স্তরের মুরতাদদের লক্ষ্যবস্তু করার মাধ্যমে, মুজাহিদগণ ইরাকে সবসময়ই এক অস্থিতিশীল এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি বজায় রাখতে সক্ষম ছিলেন এবং কখনও কোন মুরতাদ দলকে নিরাপদ মুহূর্ত উপভোগ করতে দেননি।

এসব হচ্ছিল যখন তাঁরা ইরাকে ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে দৈনিক হামলা চালাচ্ছিলেন যাদের (ক্রুসেডার) মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রতি অনুগত মুরতাদদের নিয়ে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

স্পষ্টত, তাঁদের হামলাগুলোর লক্ষ্য কখনই

শায়খ আবু 'উমার আল হুসাইনী (রাহিমাহুল্লাহ)

সুন্নি লোকালয় এবং জমায়েতের দিকে ছিল না, এটা ক্রুসেডার এবং মুরতাদ মিডিয়া যা দাবি করছিল তার বিপরীত। এই সকল অপরাধ সংগঠিত হচ্ছিল রাফেদী মিলিশিয়াদের দ্বারা যারা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল এবং ক্রুসেডারদের ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা যারা মুজাহিদিনদের সত্যিকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছিল।

শায়খ আবু মুস'আব (রাহিমাহুল্লাহ) পরে আরও বড় পরিসরে জটিল হামলা পরিচালনা করার পরিকল্পনা করলেন, যা মাঝে মধ্যে উল্লেখ করা হত "তামকিন" (জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া) অভিযান নামে, যাকে মনে করা হত কোন অঞ্চল দখলের জন্য পথ প্রস্তুতকারক । এসব অভিযান, ক্রমান্বয়িকভাবে ঐসব অঞ্চলে যেকোনো কর্তৃত্বের ধ্বস নামিয়ে আনল, যেগুলোকে ক্রুসেডাররা আখ্যায়িত করত "দি সুন্নি ট্রাই এঙ্গেল" নামে।

এই ধ্বসের পরপরই মুজাহিদগণ দ্রুত শূন্যস্থান পূরণের জন্য ঢুকে পড়েন, অতঃপর আমিরুল-মু'মিনিন আবু 'ওমর আল-হুসাইনি আল-বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) এর নেতৃত্বে ইসলামি ষ্টেট অফ ইরাক ঘোষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উম্মতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

এটি ছিল "আধুনিক" যুগে, একমাত্র সক্রিয়ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাষ্ট্র যা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে এবং মক্কা, মদিনা এবং বায়তুল-মাকদিস থেকে মাত্র ঢিল নিক্ষেপের দূরত্বে অবস্থিত।

সংক্ষেপে, এই ধাপগুলোতে এমন একটা ভূমিতে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল যেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দুর্বল ছিল, এটা এজন্য যেন একটা জামা'য়াত গঠন করা যায় এবং সদস্য সংগ্রহ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। (যদি এমন কোন ভূমি না থাকে অথবা হিজরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে "গোপন মুজাহিদিন সেল" দ্বারা দীর্ঘ নিকায়াহ অভিযানের মাধ্যমে এমন জায়গা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই হামলাগুলো মুরতাদ বাহিনীগুলোকে বাধ্য করবে গ্রাম্য এলাকা হতে আংশিক ভাবে সরে এসে মূল শহরের দিকে সংঘবদ্ধ হতে)। এই জামায়াত পরে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দিয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবে যে, তাগুত সরকার ঐসকল অঞ্চলে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারাবে, এমন একটা অবস্থা, যাকে কেও কেও বলে থাকে "তাওয়াহহুশ"(দাঙ্গাহাঙ্গামা)। পরবর্তী ধাপ হবে, শূন্যস্থান পূরণ করে রাষ্ট্রীয় সমস্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ

05
খিলাফাহ

04
তামকিন

03
তাগুতদের অস্থিতিশীল করন

02
জামা'আহ

01
হিজরাহ

একটা রাষ্ট্র গঠন করা এবং তাগুতের নিয়ন্ত্রণে থাকা বাঁকি অঞ্চলগুলোতে সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা।

সবসময়ই খিলাফাহ'র পথে মুজাহিদিনদের রোডম্যাপ এটাই ছিল।

দুঃখজনক ভাবে, তাঁরা বর্তমানে বিখ্যাত জিহাদী দলের নেতাদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন । যারা (তথাকথিত জিহাদীরা) নিকায়াহ অভিযানের মাঝে

হিমায়িত হয়ে গেছে, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাকে প্রায় নিষিদ্ধ অথবা ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করছে। উম্মতের বিষয়গুলোকে ধর্মভীরু মুজাহিদিনদের উপর ন্যস্ত না করে, এই দলগুলোর বর্তমান নেতারা গোঁ ধরে আছে বিষয়গুলোকে ফেলে রাখতে যেন কোনো মুনাফিক হাত বাড়িয়ে উম্মতের নেতৃত্ব দখল করতে পারে, আর তা শুধু এই উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য...ওয়াল্লাহুল-মুস্তা'আন।

যা এই বিষয়গুলোকে আরও খারাপ করেছে তা হল, এই দলগুলোর নতুন নেতারা পূর্বের (হক্ব পন্থী) নেতাদের শাহাদতের সুযোগ নিয়ে, জোর করে চেপে দেওয়া ভ্রষ্ট মানহাজ প্রচার করা শুরু করেছে, যা শেষ পর্যন্ত মুরসি এবং হানি এর মতো তাওয়াগিতদেরকে উম্মতের জন্য নতুন আশা হিসেবে দেখছে।

দুর্বল চিত্তের ইরজা'র মানহাজ হচ্ছে এমন, যা কখনো খিলাফতের পথে জিহাদের কাফেলাকে জ্বালানি দিতে পারবে না বরং এটা শুধু দ্বিধা ও ভীতি বয়ে আনবে, অতঃপর এই কাফেলার স্থায়ীভাবে টিকে থাকার ক্ষমতাকে বিনষ্ট করছে এবং সরলভাবে এপথে বাধা সৃষ্টি করছে, যা শুধু তাওাগিতদের লাভবান করছে।

সংক্ষেপে, এই দলগুলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করার পরিবর্তে জনপ্রিয়তা এবং যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা শরীয়তের অনস্বীকার্য মৌলিক বিষয়গুলোকে স্বীকার করতে বিব্রত বোধ করেছে, যেমন স্পষ্ট তাওয়াগিত এবং মুরতাদদের তাকফির করা।

যখন যুদ্ধের এসকল স্তর পার করে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যার ঘোষণা হয়, তখন এর প্রভাবে ইরাকে সকল জিহাদী দাবীদারের মুখোশ উন্মোচিত হয় । যা তাদেরকে দুইটা শিবিরে ভাগ করে দেয়। মু'মিন এবং মুখলিস এমন সকল দল ও ব্যক্তি দ্রুত দাওলাতুল ইসলামের নেতার নিকট আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন, কারণ দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া কেও-ই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে জিহাদের পথে পা বাড়ায় নি। যারা নতুন জন্ম নেওয়া রাষ্ট্রের প্রতিরোধ করেছে তারা এটা করেছে মূলত দুইটা কারণে, এক, বিভ্রান্ত মানহাজ এবং দুই, খ্যাতি, সম্পদ এবং ক্ষমতার জন্য । দুর্নীতি গ্রস্ত আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ, এই ঘোষণা তাদের লুকায়িত পথভ্রষ্টতাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

চেপে থাকা দুর্নীতি অস্থিরভাবে অপেক্ষমাণ ছিল প্রকাশ হবার জন্য, অবশেষে তাই হল। কিছু মানুষের অন্তরে বহনকৃত দুর্নীতির কারণে দ্রুত তারা অহংকার এবং ঈর্ষা দ্বারা আবিষ্ট হল, যা তাদেরকে প্রভাবিত করলো ক্রুসেডার, নতুন মুরতাদ সরকার এবং প্রতিবেশী তাওয়াগীতদের সাথে নতুন জন্ম নেওয়া দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে গোপনে এবং প্রকাশ্যে মিত্রতা গঠন করতে । অতঃপর তৈরি হল "সাহওয়াহ" ("জাগরণ"), এই বাক্যটি হচ্ছে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং রিদ্দাহকে (ধর্মত্যাগ) সৌন্দর্য

মণ্ডিত করার জন্য আমেরিকার দাবার গুটির দ্বারা উদ্ভাবিত একটা বাক্য। সাহওয়াতেরা আল-সাউদ, ইখওয়ান, এমনকি আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক, রাজনৈতিক এবং "দরবারি আলেমদের" দ্বারা সহায়তা পায়।

তারপর আল্লাহ ('আযযা ওয়া যাল্লাহ) মুজাহিদিনদের পরীক্ষা করলেন যেভাবে তিনি পূর্বে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেছেন মক্কাতে (হিজরতের পূর্বে), উহুদে (যখন তীরন্দাজরা অবাধ্য হয়ে তাদের নির্দিষ্ট স্থান হতে সরে আসে), হুনাইনে (যখন নতুন মুসলিমরা নিজেদের সংখ্যা দ্বারা অহংকার করেছিলো) এবং আরব উপদ্বীপে (মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের সময়)।

এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা যাতে করে তিনি ধৈর্যশীল মুজাহিদিনদের দেখে নিতে পারেন এবং তাঁদের সারি থেকে দুর্বল চিত্তের ব্যক্তিদের বিতাড়িত করতে পারেন এবং এর ফলে নতুন জন্ম নেয়া দাওলাতুল ইসলামকে সুসংহত করতে পারেন এবং একে পরবর্তীতে আরও বড় দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন । যেমনটি একদা আশ-শাফ'ই (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছিলেন, "কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করা ব্যতীত একজনের কর্তৃত্ব কখনই দৃঢ় হবে না ।"

ঐসময়, দাওলাতুল ইসলাম বাধ্য হয়েছিল আল-আনবারের মরু অঞ্চলের দিকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিতে, যেখানে পুনরায় তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ,পরিকল্পিত এবং প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন ।

মরু এলাকা থেকে শহুরে এলাকায় থাকা গোপন ইউনিট গুলোর দ্বারা পরিচালিত অভিযানের সমূহের সাথে সমন্বয় রেখে তাঁরা ক্রুসেডার এবং বিশ্বাসঘাতক মুরতাদদের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছিলেন।

যখন আমিরুল-মুমিনীন আবু উমার আল-বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) এর পাশাপাশি আবু হামযাহ আল-মুহাজির (রাহিমাহুল্লাহ) শাহাদত লাভ করলেন, দাওলাতুল ইসলাম তখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি বরং এর নেতৃত্ব সর্বসম্মতি ক্রমে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন আমিরুল-মুমিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী (হাফিযাহুল্লাহ) এর প্রতি, এভাবে তাঁরা উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ কারী এক খিলাফাহ'র পথে চলতে থাকেন।

তারপর শামের ঘটনা সমূহ প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং দাওলাতুল ইসলাম দ্রুত এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, দুর্বল এবং অত্যাচারিতদের কান্নার জবাব দিতে এবং এর ইউনিট গুলোকে সক্রিয় করতে ইরাক থেকে একটি মিশন শামে পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে এর অফিসিয়াল সম্প্রসারণের ঘোষণা দেয়া হয়।

আবারও অহংকার, হিংসা, জাতীয়তাবাদ এবং বিদ'য়াত এর ফলে সংঘটিত হয় সেই সব ঘটনা সমূহ যেগুলো ছিল ইরাকের অনুরূপ। নতুন সাহওয়াত গঠিত হয়, ঠিক একই আর্থিক, রাজনৈতিক এবং আলেমদের সমর্থনের দ্বারা। তারা ইরাকে তাদের পূর্ব পুরুষদের করা ভুল গুলোর পুনরাবৃত্তি করে এবং দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু এখানে আল্লাহ মুজাহিদিনদের এমন ভাবে রহমত দেন যেটি শুধু শামের ভূমির জন্যই অনন্য, যার ফলে খুব দ্রুত সাহওয়াতদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায় অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ বর্তমানে "বৈধতার" দাবীদার অনেক রাষ্ট্রের থেকে বড়, বিশাল এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন, এগুলো সেই সমস্ত ভূমি যেগুলো পূর্বে শামের ঐতিহাসিক 'উমাইয়া খুলাফা' এবং ইরাকের 'আব্বাসী খুলাফা'র অধীনে ছিল। তারপরে, খিলাফাহ'র প্রত্যাশা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতায় রূপ নেয়, যা একজন ইমামের কর্তৃত্বকে বিরোধিতা করার জন্য কারও কোন প্রকার অজুহাতের দাবিকে অনুমোদন দেয় না, শুধুমাত্র আল্লাহ'র চূড়ান্ত বিধান দ্বারা এর মোকাবেলা করা ব্যতীত । নাইনাওয়া, আল-আনবার,সালাহউদ্দিন,আল-খাইর,আল-বারাকাহ এবং অন্যত্র অর্জিত বিজয়গুলো সেই ঘোষণাকেই সাহায্য করেছিল যেটি ঘোষিত হয়েছিল দাওলাতুল ইসলাম দ্বারা ১৪৩৫ হিজরির প্রথম রমজানে, যেখানে অফিসিয়ালি খিলাফাহ ঘোষিত হয়।

এই নতুন পরিস্থিতি, খিলাফাহ'র একক নেতৃত্বের অধীনে সকল মুসলিম জনগণ এবং ভূমিকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

এছাড়া এটি গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই আদেশ মান্য করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি, "যে কেউ তোমাদের নিকট আসে এমন অবস্থায়, যখন তোমরা একজন একক ব্যক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ রয়েছ এবং সে তোমাদের সংহতিকে ভাঙ্গার মতলব করে অথবা তোমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চায়, তখন তাকে হত্যা কর।" [সহিহ মুসলিম] সমস্ত মুসলিমদেরকে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার এবং ইমামুল-মুসলিমিন, আমিরুল-মু'মিনিন, খালীফাহ আবু বকর আল-হুসাইনি আল-বাগদাদীকে (আল্লাহ তাঁর মিত্রদের সম্মানিত করুন এবং তাঁর শত্রুদের অপমানিত করুন) আনুগত্যের বাইয়াহ দেয়ার বাধ্যবাধকতা, অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন আরও বেশি পরিষ্কার।

আল্লাহ এই দাওলাতুল খিলাফাহ কে হেফাজত করুন এবং একে পথ দেখানো অব্যাহত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সৈন্যবাহিনী দাবিকের নিকটে জড়ো হওয়া ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করে।